বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

সূত্র নং- ২৪.০৪.০০০০.২০৯.৯১.৪৬৩.২০-৫৭ তারিখঃ ২২/০৩/২০২০

"স্মারক"

১১/০৩/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজেএমসি পরিচালনা পর্ষদ এর সভা নং-৪৬৩/১৯-২০ এর অনুমোদিত কার্যবিবরণীর কপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

22/03/2020
(মোঃ আবদুল মান্নান)
ব্যবস্থাপক (বোর্ড এন্ড কোং)

বিতরণঃ

১। চেয়ারম্যান, বিজেএমসি, ঢাকা।
২। সকল পরিচালকবৃন্দ, বিজেএমসি, ঢাকা
৩। সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা।

সংযোজিত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মিল থেকে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বোর্ড শাখাকে অবহিত করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

০১। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও সাঃ সেবা), বিজেএমসি, ঢাকা- সিদ্ধান্ত নং-০২, ০৩ ও ০৬।

০২। পাট পাতা হতে পানীয় তৈরি প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক/ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য সচিব, বিজেএমসি, ঢাকা-সিদ্ধান্ত নং-০২।

০৩। জনাব এ এইচ এম ঈসমাঈল খান, উপদেষ্টা পাট পাতা হতে পানীয় তৈরির প্রকল্প, বিজেএমসি, ঢাকা-সিদ্ধান্ত নং-০২।

০২। মহাব্যবস্থাপক (বিপণন), বিজেএমসি, ঢাকা- সিদ্ধান্ত নং- ০৫, ০৭ ও ০৮।

০৫। ব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি, ঢাকা-সিদ্ধান্ত নং-০৪।

০৬। ব্যবস্থাপক (বোর্ড এন্ড কোং), বিজেএমসি, ঢাকা-সিদ্ধান্ত নং-০১ ।

০৪	<u>আলোচ্য বিষয় নং-৪৬৩.০৪/১৯-২০: বিজেএমসির মামলা পরিচালনার গাইড লাইন (খসড়া)-২০২০ অনুমোদন প্রসংগে।</u> পেশকৃত কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বিজেএমসি ও এর আওতাধীন মিলসমূহের মামলাগুলো প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলার/পরিপত্র, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/দপ্তরাদেশ ও বিজেএমসির জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত নির্দেশনা, দপ্তরাদেশ, আইন, পরিপত্র ও বিধি-বিধানের আলোকে বিজেএমসি ও মিলসমূহের মামলাগুলো পরিচালনা করার জন্য একটি "মামলা পরিচালনার খসড়া গাইড লাইন" প্রণয়ন করা হয়েছে। "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০" এ বিজেএমসি ও মিলসমূহের মামলাগুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বিজেএমসি'র আইন বিভাগ কর্তৃক মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য খসড়া গাইড লাইন-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়াটি বিজেএমসির পরিচালক (বিপণন) অবলোকন করেছেন। এছাড়া খসড়া গাইড লাইন বিজেএমসির বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কর্তৃক ভেটিং করানো হয়েছে। মামলাসমূহ পরিচালনার গাইড লাইন-২০২০ অনুমোদিত হলে বিজেএমসি ও মিলগুলোর মামলাসমূহ উক্ত গাইড লাইন দ্বারা পরিচালনা করা হলে মামলা পরিচালনায় জটিলতা কমবে, পাশাপাশি মামলা নিস্পত্তির হার বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বিজেএমসির মামলা পরিচালনার জন্য প্রণীত খসড়া গাইড লাইন-২০২০ অনুমোদন দেয়া যায় এবং উক্ত গাইড লাইন মোতাবেক মামলা পরিচালনা করা যায় বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	<u>সিদ্ধান্ত:</u> ১। বিজেএমসির মামলা পরিচালনার জন্য আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এবং সংস্থার বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ভেটিংকৃত খসড়া গাইড লাইন-২০২০ অনুমোদন দেয়া হলো। ২। উল্লিখিত গাইড লাইন মোতাবেক মামলা পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। <u>বাস্তবায়নে:</u> ১। ব্যবস্থাপক (আইন), বিজেএমসি, ঢাকা। মোঃ আবদুল মান্নান ব্যবস্থাপক (বোর্ড এন্ড কোং) বিজেএমসি, ঢাকা।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা।

মামলাসমূহ পরিচালনার গাইডলাইন ২০২০

১। **শিরোনাম**

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) ও অধীনস্থ মিলগুলোর মামলাসমূহপরিচালনা গাইডলাইন২০২০।

২। **উদ্দেশ্য**

(১) বিজেএমসি ও অধিনস্থ মিলসমূহের মামলাসমূহসুষ্ঠুভাবে পরিচালনা
(২) প্রতিটি মামলার বর্তমান অবস্থা ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং
(৩) মামলার রায় সংস্থা/সরকারের পক্ষে আনয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৩। **প্রয়োগক্ষেত্র**

(১) এ গাইডলাইন "বিজেএমসি'র মামলা পরিচালনা গাইডলাইন ২০২০" নামে অভিহিত হবে।
(২) এ গাইডলাইন শুধু বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় ও এর অন্তর্ভুক্ত মিলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
(৩)এ গাইডলাইন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্যকর হবে।

৪। **মামলা পরিচালনার কার্যপদ্ধতি**

মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/পরিপত্র, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা-দপ্তরাদেশ ও বিজেএমসি কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা/পরিপত্রের আলোকে বিজেএমসি ও মিলসমূহের মামলাগুলো পরিচালিত হবে। উক্ত সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/পরিপত্র, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা-দপ্তরাদেশ ও বিজেএমসি কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা/পরিপত্রের আলোকেএ"মামলা পরিচালনা গাইডলাইন ২০২০" প্রণয়ন করা হলো।

(১) বিজেএমসি'র মামলা পরিচালনার জন্য আইন বিভাগীয় প্রধান, বিজেএসি এবং মিলের মামলা পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মিলের প্রকল্প প্রধান মামলা পরিচালনার *"ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা"*হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। মামলাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি এবং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সহযোগীতা করার জন্য বিজেএমসি'র আইন কর্মকর্তা ও মিলের প্রশাসন বিভাগীয় প্রধান *সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা* হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন;

(২) প্রতিটি মামলার সার্বিক বিষয়ে বিজেএমসি'র সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে যথানিয়মে অবহিত করবে এবং মিলের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ যথানিয়মে বিজেএমসির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অর্থাৎ আইন বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করবে। বিজেএমসি'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বা আইন বিভাগীয় প্রধান যথানিয়মে সচিব বিজেএমসিকে এবং সচিব, বিজেএমসি যথানিয়মে মাননীয় চেয়ারম্যান বিজেএমসিকে মামলার বিষয়ে অবহিত করবে;

(৩) বিজেএমসি/মিলসমূহের মামলাগুলোকে আলাদা দুটি শ্রেনীতে, প্রশাসনিক ও দেওয়ানী মামলা (সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা)হিসাবে বিন্যাস করে পরিচালনা করতে হবে;

(৪) বিজেএমসি/মিলসমূহে বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে এবং আইনজীবীদের পেশাগত ফি'র বিল নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে;

(৫) প্রতিটি মামলার বিস্তারিত বিবরণ (Case History) লিখিত আকারে বিজেএমসি ও সংশ্লিষ্ট মিলে থাকতে হবে;

(৬) সকল মামলার রায় সরকার তথা বিজেএমসি এর পক্ষে আনয়নের লক্ষ্যে অতীব গুরুত্ব সহকারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে;

(৭) আদালত হতে মামলার নোটিশ/রায় প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিজেএমসি এর আইন বিভাগ এবং প্রত্যেক মিলের প্রকল্প প্রধান পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাগুলোর বিষয়ে নিম্ন আদালত থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে;

(৮) বিজেএমসি কিংবা মিলেরমালিকানাধিন জমি-জমা ও সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর (দেওয়ানী মামলা) বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং মামলার লিখিত ব্রীফসহ (স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস, এসএফ) প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, নথিপত্র চাহিদানুযায়ী আইনজীবীকে সরবরাহ করতে হবে;

(৯) বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে যে কোন স্টে-অর্ডারের (Stay Order) বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা স্টে-ভ্যাকেট (Stay Vaccat)'র ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে উচ্চ আদালত পর্যন্ত যেতে হবে;

(১০) বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে ঘোষিত হওয়া মামলার রায়/স্থিতাবস্থা (Status-Quo) দ্রুত বিজেএমসি/মিলের ফোকাল কর্মকর্তাকে লিখিত আকারে জানাতে হবে এবং মামলার রায়/স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে আপীল/ভ্যাকেট/ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োজিত করতে হবে এবং গৃহীত আইনগত ব্যবস্থা বিজেএমসি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

(১১) মামলা শুনানীর তারিখে বিজেএমসি/মিলের সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ অথবা প্রতিনিধিকে মামলার প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ অবশ্যই কোর্টে উপস্থিত থাকতে হবে;

(১২) আইনজীবীর চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও নথিপত্রের ফটোকপি সরবরাহ করতে হবে। মূলকপি আইনজীবীর পরামর্শনুযায়ী কোর্টে শুনানীর তারিখে উপস্থাপন শেষে সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ নিজের হেফাজতে এনে বিজেএমসি/মিলের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা রাখতে হবে;

(১৩) অযথা আদালতে সময়ের আবেদন দাখিল করা যাবেনা। বিশেষ কারণে সময়ের আবেদন করা প্রয়োজন হলে বিজেএমসি/মিলের ফোকাল কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি নিতে হবে। প্রতিপক্ষ আদালতে টাইম পিটিশন করলে তার কারণসমূহসহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর প্রতিস্বাক্ষরে বিজেএমসি/মিলের ফোকাল কর্মকর্তাকেঅবহিত করতে হবে;

(১৪) কোন মামলার রায় সরকার তথা বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে ঘোষিত হলে দ্রুততার সাথে রায়ের কপি উত্তোলন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আদালতে আপিল আবেদন দায়ের করতে হবে। আদালতে আপিল আবেদন দায়ের করতে সংশ্লিষ্ট সহকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হলে তা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে;

(১৫) সর্ব্বোচ্চ আদালত কর্তৃক কোন মামলার রায় বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে ঘোষিত হলে উক্ত রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মামলার নিয়োজিত কর্মকর্তা/মিল কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট মতামত, সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীর মতামত ও সংস্থার আইন উপদেষ্টার মতামত প্রাপ্তির পর বিজেএমসির আইন বিভাগ কর্তৃক যাচাই করে বিজেএমসি কর্তৃপক্ষের (বা বিজেএমসির'র পর্ষদ সভার) অনুমোদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের মতামত/সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে;

(১৬) বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে নতুন কোন মামলা দায়ের হয়ে থাকলে উক্ত মামলার আরজির কপি সংগ্রহ করে প্যারা অনুযায়ী জবাব তৈরী করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা আবশ্যিকভাবে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে;

(১৭) সরকার তথা বিজেএমসি ও মিলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নিয়োজিত বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীর পাশাপাশি দেশের প্রতিথযশা ও স্বনামখ্যাত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী, প্রয়োজনে এটর্নি জেনারেল/ডেপুটি এটর্নি জেনারেলকে বিজেএমসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োজিত করা যাবে;

(১৮) কনটেম্পট(Contempt) মামলার রায় বিজেএমসি/মিলের ফোকাল কর্মকর্তাকেঅবহিত করে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা/আপীল করতে হবে। কনটেম্পট মামলার গুরুত্বানুসারে সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত আইনজীবীর পাশাপাশি সিনিয়র আইনজীবী/এটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করা যাবে;

(১৯) সরকার তথা বিজেএমসি/মিলের মামলার স্বার্থে অনভিজ্ঞ বা ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারছে না বা মামলা পরিচালনায় গাফিলতি করছে এমন প্যানেল আইনজীবীর কাছ থেকে এনওসি (NOC) সহ মামলা ফেরত এনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিজ্ঞ আইনজীবীকে মামলা দিতে হবে;

(২০) বিজেএমসি ও মিলস এর প্রশাসনিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত চলমান, নিষ্পত্তিকৃত (পক্ষে বিপক্ষেসহ), নতুন, কনটেম্পট, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মনিটরিং মামলা অর্থাৎ সকল মামলার প্রতিবেদনসহ মামলার সামারী বা পেন্ডিং মামলার রিপোর্টি তৈরি করে বিজেএমসির আইন বিভাগ হতে প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যেবস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইন) বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে আলাদা অগ্রগামী পত্র দ্বারা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে;

(২১) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণর লক্ষ্যে প্রত্যেক মিলকে তাদের প্রশাসনিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত চলমান, নিষ্পত্তিকৃত (পক্ষে বিপক্ষেসহ), নতুন আগত, কনটেম্পট, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মনিটরিং মামলার প্রতিবেদনসহ সকল মামলার সামারী বা পেন্ডিং মামলার প্রতিবেদনগুলো বিজেএমসির আইন বিভাগে প্রতি মাসের ৫(পাচঁ) তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

(২২) বিজেএমসিসহ মিলের মামলাসমূহ যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা মনিটরিং করার জন্য জোন ভিত্তিক মিলগুলোকে নিয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে বিজেএমসি'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বিজেএমসিতে মামলার মনিটরিং সভা আয়োজন করতে হবে;

(২৩) বিজেএমসি ও মিলসমূহের ফোকাল কর্মকর্তা, সহকারী ফোকাল কর্মকর্তা ও মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়েদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করতে হবে;

(২৪) সকল মামলায় সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর মাধ্যমে হাজিরা, জবাব তথা প্রতিদ্বন্দিতা করতে হবে। সহকারী ফোকাল কর্মকর্তা বা আইন শাখার কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অবহেলা বা শৈথিল্যের কারণে কোন মামলায় একতরফারায় হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে চাকুরীর বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(২৫) মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত আইনজীবী ও মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করতে হবে। ভাল পারফর্মকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরষ্কৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে;

(২৬) বিজেএমসি/মিলের বিপক্ষে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্মচারী/শ্রমিক/অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ মামলা প্রত্যাহার করতে চাইলে তিনশত(৩০০) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামাসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে পারবে। উক্ত আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার প্যানেল আইনজীবীর মতামত, মিল কর্তপক্ষ/বিভাগীয় প্রধানের সুস্পষ্ট মতামত, বিজেএমসির আইন উপদেষ্টার মতামত প্রাপ্তির পর বিজেএমসির আইন বিভাগ কর্তৃক যাচাই করে বিজেএমসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২৭) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক পত্র নং-২৪.০০.০০০০.১২২.৯৯.০০২.১৮-১৯৬ তারিখ ০১/১২/২০১৯ এর নির্দেশের আলোকে "আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা" কর্তৃক জারিকৃত **"পরিপত্র"** যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(২৮) বিলম্ব/তামাদি (Limitation) দোষে মামলা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে রায় ঘোষণা/শুনানীর অব্যবহিত পরেই সার্টিফাইড কপি/নকল এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে। তামাদির মেয়াদ খন্ডনের (Condonation of Delay) চিঠি আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাপর কাগজাদির সাথে প্রেরণ করতে হবে;

(২৯) উচ্চতর আদালতে আপিল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাবের সাথে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করার কারণে যদি সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় বা বিলম্ব/তামাদির কারণে যদি মামলা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সরকারী স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হলে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়ী হবেন। এক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম, পদবী উল্লেখপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে চাকুরীর বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ "মামলা পরিচালনার গাইডলাইন- ২০২০" জারী করা হলো। সরকার, মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিভিন্ন বিধি-বিধান, নিয়মাবলী, পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে বিজেএমসি'র আইন বিভাগ কর্তৃক এ গাইডলাইনটিপরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যাবে। সরকার তথা বিজেএমসি/মিলের স্বার্থে বর্ণিত গাইডলাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মামলাসমূহ পরিচালিত হবে। মামলা পরিচালনার গাইডলাইনটি করপোরেশনের স্বার্থে জারী করা হলো।

10/02/2020.

মোঃ সাজ্জাদ-আল-জামান
ব্যবস্থাপক (আইন)
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন, ঢাকা।